আমাদের একজন হুমায়ুন আজাদ

নন্দিনী হোসেন

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

আমাদের মাঝে প্রকৃত আলোকিত মানুষ খুব বেশী নেই। যা ও বা দু চারজন আছেন,তারা ও অতি মাত্রায় বিভিন্ন ভাবে দলীয় রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তারা কথা বলেন যার যার দলীয় দৃষ্টিভংগি থেকে। আসল সত্যি তারা খুব কমই উচ্চারন করেন । একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এসব দেখে শুনে হতাশা মাঝে মাঝে গ্রাস করে ফেলে। হয়তো বা আমার মতো আর ও অনেককেই। কিন্তু তারপর ও আশাবাদী হতে হয়। আশা ই মানুষের জীবন স্পন্দন চালু রাখে যেহেতু,তাই জীবন কোথাও থেমে থাকে না শেষ পর্যন্ত। এখন একমাত্র আশা যদি দেশের সাধারণ মানুষ জেগে উঠে উপলব্দি করতে সক্ষম হয় তাদের গন্তব্য কোথায়, এবং সব তমশার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়,তবেই হয়তো বা মরতে মরতে আমরা বেঁচে যেতে ও পারি।

কারো কারো মৃত্যু অথবা কোন কোন ঘটনা জাতীয় জীবনে এমন দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসে ,যা দূর হতে কয়েক যুগ পর্যন্ত লেগে যায়। আমাদের তেমনি একজন আলোকিত মানুষ ছিলেন ডাঃ হুমায়ুন আজাদ। গতবছর দুহাজার চার সালের বইমেলা থেকে বের হয়ে হেটে যাবার প্রাক্ষালে তিনি আক্রান্ত হোন মৌলবাদী দূর্বৃত্তদের হাতে। তারপর ঘটে চলে পর পর অনেক ঘটনা দূর্ঘটনা। আর সেই সব ঘটনার ঘনঘটায় পার পেয়ে যায় তার হত্যাকারীরা। সব যেনো কেমন আড়ালে চলে গেছে ইতিমধ্যেই। এতো অল্প দিনে সব ধোঁয়াশায় ঢেকে যাবে ,তা মেনে নেওয়া সত্যি কষ্টকর । এই জাতি এখন আর কিছুই মনে রাখে না যেনো। সব ভুলিয়ে বুঁদ করে রাখার এক সচেতন পায়তারা চলছে সর্বত্র। যদি বলি এই হত্যাকারী রা কখন ই ধরা পরবে না। বিচার হবে না এদের। এরা সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্চে এবং বেড়াবে। তা হলে কি মিথ্যা বলা হবে ?

আজ সাইদী গং দের টিকিটি স্পর্শ করার কোন স ৎ সাহস অথবা ইচ্ছা কি আছে এই সরকারের? বিশেষ করে আমি এখানে বিনপির কথা বলছি। তারা ক্ষমতার স্বার্থে এমনি অন্ধ হয়ে চোঁখ বন্ধ করে আছে যে,প্রলয় যে কি ভাবে ধেয়ে আসছে তাদের দিকে তা এই দলের নেতা নেত্রীরা বুঝতে পারছেন না। অথবা ক্ষমতা তাদের এমনি অন্ধ করে দিয়েছে যে নগদ লাভ ছাড়া, দু'হাত দূরের নিজেদের জন্য তৈরী অন্ধকূপ তারা দেখতে সত্যি আজ অক্ষম। এদের মাঝে কি একজন ও কেউ নেই যে বা যিনি একটু হুঁশ ফিরে পাবেন !

যা হোক । নেতা নেত্রীদের কথা থাক । এদের কথা উল্লেখ করতে ও ধিঁক্কার জাগে মনে । সুশীল সমাজ বলে ইদানীং রংচংয়ে , গালভরা, বুলিসর্বস্ব কিছু কথা শুনা যায়। কিন্তু তাদের কাজ টা যে ঠিক কি তার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝি না। আসলে সত্যি কথা হলো সে রকম সমাজ আমাদের দেশে এখন ও তৈরী হয় নি। যারা সঠিক সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে জাতি কে। জাতি আস্বস্ত হবে তাদের প্রজ্ঞায়,চিন্তায় চেতনায়। আমরা সাধারণত কি দেখি? যে যে দল করে সেই দলের সুবিধা অনুযায়ী কথা বলে। দেশ জাতি তাদের কাছে গৌণ। আজ আর ও বেশী করে প্রয়োজন অনুভুত হয় এই দেশের জন্য একজন হুমায়ুন আজাদের। যিনি প্রকৃত অর্থেই কারো মুখ চেয়ে,অথবা কারো সুবিধা অনুযায়ী কথা বলতেন না। যা সত্যি বলে জানতেন তাই বলতেন সচরাচর । তাই লিখতেন কারো সুবিধা অসুবিধার তোয়াক্কা না করেই।

এই জাতি মরণপণ লড়া ই করে ছিনিয়ে এনেছিলো স্বাধীনতা । প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ একটি দেশ গঠনের লক্ষ্যে। অথচ সেই দেশে পরিকল্পিত উপায়ে আজ যোদ্ধাপোরাধী সাইদী,নিজামী দের বিজয় পতাকা উড়ছে পত পত করে ! তাদের আদেশ নির্দেশে ,তৎপরতায় আজ দেশ চলে ! এই দেশে কি করে আলোর পথের অভিযাত্রী একজন হুমায়ূন আজাদের বর্বর হত্যা প্রচেষ্টার বিচার হবে? শুধু একটাই অনুরোধ দেশের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সব মানুষের কাছে,আপনারা এই হত্যাকারীদের বিচার না করতে পারেন অথবা সেই ক্ষমতা আপনাদের হাতে না থাকতে পারে,কিন্তু এই যোদ্ধপোরাধী মৌলবাদী বর্বরদের ক্ষমতায় যেতে সাহায্য করবেন না কোনভাবেই। এদের ক্ষমতার সিড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হবেন না । যে যেভাবে পারেন এদের কে প্রতিহত করার শপৎ নিন। অন্তত চুপচাপ মেনে নেবেন না। যা হচ্ছে হোক, নিজে বেঁচে যাবো এই ধরনের মুঢ় ভাবনায় মগ্ন থেকে বালি তে মুখ গুঁজে থাকবেন না। মনে রাখবেন আমাদের একজন হুমায়ুন আজাদের প্রয়োজন এই দেশ ও জাতির জন্য সহস্র গুন বেশী সুবিধাবাদী এই সব দল ও নেতা নেত্রী দের থেকে। তাই যে যে দল ই সমর্থন করেন না কেন,একটা কথা গভীর ভাবে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন এই দেশ আজ সাইদী নিজামীরা শাসন করবে বলে কি স্বাধীন হয়েছিল? একের পর এক মুক্তবুদ্ধির মানুষ কে এরা খতম করবে,একটা জাতির প্রাণ ভোঁমরা তার যে নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি র ধারা, তা ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠবে, আর দেশবাসী তা নীরবে হজম করে যাবে এটা কি সুস্থতার লক্ষন ? সে দিন খুব বেশী দুরে নয়,যখন একদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবেন আপনার 'আপনি' কে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। এতএব ঘুরে দাঁড়ান । এখন ও সময় যে টুকু আছে সাধু সাবধান !